প্রথম আলো

মা ইলিশ ধরে নিচ্ছেন ভারতীয় জেলেরা

মংলা (বাগেরহাট) ও পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি | আপডেট: ০৪:৫৮, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

ইলিশের চলমান প্রধান প্রজনন মৌসুমে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছেন ভারতীয় জেলেরা। গত রোববার এমন ৬১ জন ভারতীয় জেলেকে গ্রেপ্তার করেছে নৌবাহিনী। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই জেলেদের বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ভারতীয় জেলেদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতি গত সোমবার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জেলা পুলিশ সুপার, জেলা প্রশাসক ও কোস্টগার্ডের মহাপরিচালককে পৃথক লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।

অবশ্য সীমিত আকারে হলেও মা ইলিশ ধরার অভিযোগ রয়েছে দেশীয় জেলেদের বিরুদ্ধেও।

নৌবাহিনী সূত্রে জানা যায়, মংলা বন্দর থেকে প্রায় ৮০ নটিক্যাল মাইল দূরে ফেয়ারওয়ে বয়াসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে গত রোববার সন্ধ্যায় মাছ ধরছিল ‘এফবি লক্ষ্মী নারায়ণ’, ‘এফবি সত্য নারায়ণ’, ‘এফবি দক্ষিণের ছড়ি’, ‘এফবি ত্রিবতি’ ও ‘এফবি প্রদীপ’ নামের পাঁচটি ভারতীয় ট্রলার। সেখানে টহলরত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ‘বিএনএস কর্ণফুলী’ ট্রলারগুলো পাকড়াও করে। আটক করা হয় আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছসহ ৬১ জন ভারতীয় জেলেকে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তাঁদের মংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

（10 月 9 日はここから↓）

মংলা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মানজুর এলাহী বলেন, আটক ভারতীয় জেলেদের

বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ ও মাছ শিকারের অভিযোগে মামলা হয়েছে। তাঁদের বাড়ি কলকাতার হুগলি, কাকদ্বীপ ও চব্বিশ পরগনা এলাকায়। এর মধ্যে সঞ্জয় সামন্ত (৩৫) নামের এক জেলে নৌবাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় গত সোমবার রাতে আত্মহত্যা করেন। তিনি শৌচাগারে গিয়ে গলায় ফাঁস নেন। সঞ্জয়ের বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। বাকি ৬০ জেলেকে গতকাল সন্ধ্যায় বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়।

নৌবাহিনী ও বাংলাদেশি জেলেদের সূত্রে জানা গেছে, প্রধান প্রজনন মৌসুম হওয়ায় ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে ইলিশ শিকার, আহরণ, পরিবহন, বাজারজাত ও মজুত নিষিদ্ধ। তবে এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেশীয় জেলেরাও মা ইলিশ শিকার করছেন। তবে তা সীমিত পরিসরে। দেশীয় জেলেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাতের আঁধারে সাগর মোহনা এবং পায়রা, বিষখালী ও বলেশ্বর নদে গিয়ে মা ইলিশ ধরছেন।

বিষয়টি স্বীকার করলেও বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরীর দাবি, প্রজনন মৌসুমের নিষেধাজ্ঞা দেশীয় জেলেরা মোটামুটি মেনে চলেন। কিন্তু এ সুযোগে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে ভারতীয় জেলেরা অবাধে মাছ শিকার করছেন। এ জন্য তাঁরা ব্যবহার করছেন শক্তিশালী ইঞ্জিনচালিত নৌকা।

বরগুনা পুলিশ সুপার বিজয় বসাক প্রথম আলোকে বলেন, ট্রলার মালিক সমিতির লিখিত অভিযোগটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে পুলিশের গভীর সাগরে যাওয়ার জলযান নেই। তাই স্থানীয় কোস্টগার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কোস্টগার্ডের পশ্চিম জোনের ক্যাপ্টেন মেহেদী মাসুদ বলেন, কোস্টগার্ড সাগরে সব সময়ই অভিযানে থাকে। গভীর সাগরে নৌবাহিনীর জাহাজ সার্বক্ষণিক টহলে থাকে। ভারতীয় জেলেদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী যৌথভাবে কাজ করছে।